এসএমই ফাইন্যান্সিং ফেয়ার ২০০৯

গভর্নর মহোদয়ের বক্তব্য

তারিখ ঃ ০৮/১২/২০০৯
সময় ঃ সকাল ১১ঃ৩০
স্থান ঃ গ্র্যান্ড বল রুম
সোনারগাঁও হোটেল, ঢাকা ।

- ঢাকা চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাষ্ট্রি এবং এসএমই ফাউন্ডেশন যৌথভাবে এসএমই ফাইন্যান্সিং ফেয়ার, ২০০৯ আয়োজনের মাধ্যমে এসএমই খাতের উন্নয়নের জন্যে যে মহতী উদ্যোগ গ্রহণ করেছে তার জন্যে সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি । আশা করি এ ধরণের ফাইন্যান্সিং ফেয়ার এসএমই খাতের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের মাধ্যমে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোতে সৃজনশীল উদ্যোক্তা-বান্ধব পরিবেশ সৃষ্টিতে বিশেষ ভূমিকা রাখবে ।

- আপনারা জানেন, বর্তমান সরকার দেশের সামগ্রিক উন্নয়নের জন্যে দীর্ঘমেয়াদী রূপকল্পে বিশ্বাসী । এ জন্যে সরকার কর্তৃক ঘোষিত Vision-2021 বা রূপকল্প ২০২১ এ টেকসই অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্যে উন্নত প্রযুক্তি এবং উচ্চতর প্রবৃদ্ধিকে অর্থনীতির চালিকা শক্তি হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে । তবে, আমাদের মতো শ্রম উদ্বৃত্ত দেশে উচ্চতর প্রবৃদ্ধির জন্যে কৃষির পাশাপাশি শিল্পোন্নয়ন অপরিহার্য । আর সামগ্রিকভাবে শিল্পোন্নয়নের জন্যে ক্ষুদ্র-মাঝারি এন্টারপ্রাইজের উন্নয়ন সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ । এ খাতটি শ্রমঘন (labor intensive) এবং উৎপাদনের সময়কাল (gestation period) স্বল্প হওয়ায় জাতীয় আয় বৃদ্ধি ও কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে দ্রুত ব্যাপক অবদান রাখতে সক্ষম । সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যসমূহ (MDGs) অর্জনে, বিশেষ করে নারী পুরুষের সমতা ও নারীর ক্ষমতায়নে, এ খাত ব্যাপক ভূমিকা রাখতে সক্ষম । দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলো ছাড়াও আমাদের প্রতিবেশী দেশগুলো এসএমই এর উপর ব্যাপক গুরুত্বারোপ করছে । তাদের দৃষ্টিতে এসএমই হচ্ছে 'employment generating machine' এবং সে কারণেই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন, আয় বৈষম্য কমিয়ে আনা, দারিদ্র্য দূরীকরণ প্রভৃতি লক্ষ্য অর্জনের হাতিয়ার হিসেবে তারা ক্ষুদ্র ও মাঝারি এন্টারপ্রাইজের উন্নয়নকে বেছে নিয়েছে ।

- গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারও এসএমই খাতের উন্নয়নকে শিল্পায়নের চালিকা শক্তি হিসেবে গ্রহণ করে এ খাতকে অগ্রাধিকার খাত হিসেবে চিহ্নিত করেছে । বাংলাদেশ ব্যাংকও ক্ষুদ্র ও মাঝারি এন্টারপ্রাইজের বিকাশ ও সম্প্রসারণের লক্ষ্যে ইতোমধ্যে বেশ কিছু স্কীম ও কর্মসূচি গ্রহণ করেছে । এসএমই খাতের উন্নয়নের জন্য অর্থায়নের সুযোগ (access to finance) খুবই গুরুত্বপূর্ণ । অনেক সময় উদ্যোক্তারা উচ্চ সুদ হারের সমস্যা তুলে ধরেন । নিঃসন্দেহে এটি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা। তবে, সুদের হারের চেয়েও অর্থায়নের প্রাপ্যতা এবং পরিমাণ অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ । সে কারণেই এসএমই খাতের ঋণকে আরো সহজলভ্য করার প্রচেষ্টায় আমরা অঙ্গীকারাবদ্ধ। একই সঙ্গে সুদের হার কমানোর উদ্যোগও অব্যাহত থাকবে।

- এসএমই খাতের উন্নয়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক, আইডিএ ও এডিবি তহবিল হতে সুলভে অর্থাৎ পুনঃঅর্থায়ন স্কীমে অর্থায়ন করা হচ্ছে । উক্ত তিনটি তহবিল থেকে সর্বমোট ৯১৮ কোটি টাকার আবর্তন তহবিল (revolving fund) হতে সেপ্টেম্বর, ২০০৯ পর্যন্ত ১৩,৬৩৭টি উদ্যোক্তা প্রতিষ্ঠানকে ১,৩৬২ কোটি টাকা পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা প্রদান করা হয়েছে । এছাড়া, নতুন করে এডিবি থেকে প্রাপ্ত অর্থের সঙ্গে আরো অর্থ যোগ করে বাংলাদেশ ব্যাংক ৬০০ কোটি টাকার একটি বর্ধিত পুনঃঅর্থায়ন কর্মসূচী খুব শিগ্‌গীরই চালু করতে যাচ্ছে ।

- সহজ শর্তে অধিক প্রাতিষ্ঠানিক আর্থিক সুবিধা নিশ্চিত করতে বাংলাদেশ ব্যাংক এসএমই খাতের জন্য ব্যাংকগুলোতে dedicated desk চালু, এসএমই সার্ভিস সেন্টার খোলা, নারী উদ্যোক্তাদের জন্যে বিশেষ সুবিধা প্রবর্তনসহ বহুমুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে । কিন্তু, বাস্তবতা হচ্ছে এ খাতে কাঙ্খিত উন্নয়ন হয়নি । ফলে, এসএমই খাতের অধিকতর বিকাশ ও উন্নয়নে আরো বেশি গ্রাহক-কেন্দ্রিক, কার্যকর ও ফলপ্রসূ পদক্ষেপ গ্রহণের জন্যে সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক একটি **বিশদ এসএমই উন্নয়ন কর্মসূচি (Comprehensive SME Development Program)** গ্রহণ করা হচ্ছে । এ কর্মসূচির আওতায় যে সমস্ত আশু পদক্ষেপ নেয়া শুরু হয়েছে সেগুলো হলোঃ

- বৈশ্বিক মন্দার প্রেক্ষাপটে পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে প্রবৃদ্ধি প্রক্রিয়ায় দেশের জনগোষ্ঠীর সব শ্রেণীর অন্তর্ভুক্তি (inclusiveness) বিস্তৃত করার প্রয়োজনে এসএমই খাতের উন্নয়নের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকে **একটি পৃথক ডিপার্টমেন্ট খোলা হয়েছে** যা সম্পূর্ণভাবে এসএমই ঋণের জন্য নীতি নির্ধারণ, মনিটরিং ও উদ্যোক্তা গঠন কর্মসূচিতে সহায়তাকারীর ভূমিকা পালন করবে ।

- ক্ষুদ্র ও মাঝারি এন্টারপ্রাইজ খাতে ঋণ বিতরণ কার্যক্রমে নতুন গতি সঞ্চার করতে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর কাছ থেকে ২০১০ সালের জন্যে ঋণ বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা চাওয়া হয়েছে যার মধ্যে মহিলা উদ্যোক্তাদের জন্যে বিশেষ লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করার জন্যে ব্যাংকগুলোকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে । নারী উদ্যোক্তাদের সঙ্গে সংলাপ সাপেক্ষে আরো সহজ শর্তে বিশেষ ধরনের ঋণ কর্মসূচী প্রবর্তনের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে । আশা করছি, খুব শিগ্‌গীরই এর সুফল তারা পেতে শুরু করবেন ।

- কৃষি ঋণের মত এসএমই এর জন্যেও শিল্পায়নের location theory অনুযায়ী অঞ্চলভিত্তিক পদ্ধতি অর্থাৎ, যে এলাকা যে শিল্পের জন্য বিখ্যাত বা ভৌগোলিক কারণে যে এলাকায় যে শিল্প গড়ে উঠেছে, সে এলাকার ব্যাংক শাখাগুলো যেন ঐ শিল্পগুলোকে ঋণ সহায়তা দেয় সে ব্যাপারে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে ।

- এসএমই ঋণ প্রাপ্তিতে নারী উদ্যোক্তাদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি এবং অধিক সংখ্যক নারী উদ্যোক্তাদের ব্যবসায়িক কর্মকাণ্ড পরিচালনার জন্যে ঋণ প্রাপ্তি নিশ্চিত করতে নারী উদ্যোক্তাদের ক্ষেত্রে বরাদ্দকৃত ঋণ ব্যাংকগুলো প্রদান করছে কিনা সে ব্যাপারে বিশেষ দৃষ্টি দেয়া হচ্ছে । নারী উদ্যোক্তাদের জামানত সংকট মোকাবেলার জন্যে একটি বিশেষ ঝুঁকি মোকাবেলামূলক গ্যারান্টি তহবিল গড়ার বিষয়টি আমাদের সক্রিয় বিবেচনাধীন রয়েছে ।

- ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তা খাতে ঋণ বৃদ্ধির জন্যে ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে ঋণগ্রহীতা নির্বাচন, ঋণ বিতরণ ও আদায়ের জন্যে সংশ্লিষ্ট উদ্যোক্তাদের চেম্বার ও বেসরকারি সংস্থাগুলোর (এনজিও) সহায়তা গ্রহণ করার জন্যে পরামর্শ দেয়া হচ্ছে ।

- ক্ষুদ্র শিল্প খাতে কি করে আরো বেশি হারে অর্থ প্রবাহিত করা যায় সে বিষয়টি আমাদের সক্রিয় বিবেচনাধীন রয়েছে।

- ব্যাংকগুলো কর্তৃক এসএমই খাতে প্রদত্ত ঋণ সুবিধার বিস্তারিত তথ্য যেন তাদের ওয়েবসাইট ও প্রত্যেক শাখায় জনসাধারণের সহজে দৃষ্টিগোচর হয় এমন স্থানে প্রদর্শন (display) করে সে ব্যাপারে শীঘ্রই ব্যাংকগুলোকে নির্দেশনা প্রদান করা হবে ।

- এসএমই খাতে ঋণ বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সফলতাকে সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের নতুন শাখা খোলার ক্ষেত্রে অন্যতম ইতিবাচক মাপকাঠি হিসেবে বিবেচনা করা হবে । এছাড়া, এসএমই ও কৃষির ন্যায় অর্থনীতির অগ্রাধিকার খাতের অর্থায়নে ব্যাংকগুলোকে অধিকতর সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে ২০১০ থেকে “এসএমই সার্ভিস সেন্টার” এর পরিবর্তে “এসএমই/কৃষি শাখা” নামে ব্যাংকগুলোকে লাইসেন্স ইস্যু করা হবে ।

- প্রকৃত উদ্যোক্তা শ্রেণী গড়ে তোলার জন্যে বাণিজ্যিক ব্যাংক এবং আন্তর্জাতিক সহায়তা সংস্থাগুলোকে **Entrepreneurship Development** এর উপর প্রশিক্ষণ কর্মসূচির আয়োজনের জন্যে অনুরোধ করা হবে । এ ধরনের উদ্যোক্তা গঠনের কর্মসূচিতে বাংলাদেশ ব্যাংকও সহায়তাকারীর ভূমিকা পালন করবে। এছাড়া, BIBM, DCCI, FBCCI এর মত প্রতিষ্ঠানগুলোকে প্রত্যেক জেলায় প্রযুক্তি ও দক্ষতার উন্নয়ন এবং এসএমই মার্কেটিং এর উপর প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করতেও অনুরোধ করা হবে ।

- এসএমই এর তদারকির ক্ষেত্রেও কৃষি ঋণের মতো তিন স্তরবিশিষ্ট মনিটরিং (বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রধান কার্যালয় পর্যায়ে, বাংলাদেশ ব্যাংকের শাখা অফিস পর্যায়ে ও ব্যাংক পর্যায়ে) কাঠামো গড়ে তোলা হচ্ছে ।

এবার ফিরে তাকানো যাক ম্যাক্রো অর্থনীতির দিকে ঃ

- বাংলাদেশ ব্যাংক যখন জিডিপি এর প্রবৃদ্ধির হার ৫.৫০% থেকে ৬.০০% এ প্রক্ষেপন করেছিল তখন অনেকে এর অর্জন সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করেছিলেন । কৃষি, এসএমই এর মতো খাতে ঋণের প্রবাহ বৃদ্ধি, সুদের হার ও ব্যাংকের ফি ও চার্জ এর যৌক্তিকীকরণের ফলে বিশ্বমন্দার অভিঘাত সামলে অভ্যন্তরীণ চাহিদা বৃদ্ধির মাধ্যমে ৬ শতাংশ প্রবৃদ্ধির হার এখন অনায়াসে অর্জনযোগ্য বলে আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি । আমাদের অর্থনীতি যে ঘুরে দাঁড়াচ্ছে তার অর্থবহ ইঙ্গিত আমরা পাচ্ছি । এ বৎসরে অক্টোবর মাসে আমদানী ঋণপত্র স্থাপন হয়েছে ৩.০২ বিলিয়ন মার্কিন ডলার যা গত বৎসরে একই সময়ে ছিল প্রায় ১.৩৭ বিলিয়ন মার্কিন ডলার । নভেম্বরের প্রথম চার সপ্তাহে ঋণপত্র স্থাপনা ছিল ২.১২ বিলিয়ন ডলার । গত বৎসরের একই সময়ে তা ছিল ১.৫৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলার অর্থাৎ প্রবৃদ্ধির হার ৩৮% । এ বৎসরের জুলাই অক্টোবরে ক্যাপিটাল মেশিনারি আমদানী পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ের তুলনায় ১৩.৯০% বেড়েছে । অর্থনীতির উৎপাদন ক্ষমতা যে বাড়ছে এ তথ্য তারই প্রমাণ ।

- বৈদেশিক মুদ্রা রিজার্ভ বৃদ্ধিকে অনেকে নেতিবাচক দৃষ্টি দিয়ে ব্যাখ্যার চেষ্টা করছেন । এ বিষয়ে আপনাদেরকে জানাতে চাই যে, বাংলাদেশ ব্যাংক ইতোমধ্যেই বৈদেশিক মুদ্রা রিজার্ভের সৃজনশীল ব্যবহার শুরু করেছে । সরকারসহ রপ্তানীকারক অনেক উদ্যোক্তাই এর সুফল পেতে শুরু করেছেন । বৈদেশিক মুদ্রা রিজার্ভ বৃদ্ধির কারণে সৃষ্ট স্থানীয় মুদ্রায় তারল্য ও মুদ্রাস্ফীতি বেড়ে যাবার আশঙ্কা সম্পর্কে আমরা পূর্ণ সচেতন রয়েছি । প্রয়োজনে এ তারল্য শোষণের জন্য মুদ্রানীতির হাতিয়ারসমূহ যথাসময়ে ব্যবহার করা হবে । উল্লেখ্য, মুদ্রাস্ফীতির হার বর্তমানে নিম্নগামী । বাৎসরিক ভিত্তিতে সেপ্টেম্বর, ২০০৯ মাসে এটি ৫.১৫% এ দাঁড়িয়েছে, যা জুন ২০০৯ শেষে ৬.৬৬% ছিল । এ ছাড়াও Sovereign Wealth Fund সৃষ্টির বিষয়টিও পরীক্ষা করে দেখা হচ্ছে । বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ দশ বিলিয়ন ডলারের বেশি হবার কারণেই আমরা এ ধরনের নীতি গ্রহণ করার সাহস পাচ্ছি । তাছাড়া, উচুঁ রিজার্ভ থাকায় বাংলাদেশের জন্যে প্রণীতব্য Sovereign country rating এর হারও সন্তোষজনক হবে বলে আমরা প্রত্যাশা করছি । আমার ধারণা, এ কারণে সরকার ও ব্যক্তিখাত আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ঋণ নেবার সময় দৃঢ় দরকষাকষি করতে সক্ষম হচ্ছে ।

- পরবর্তী মুদ্রানীতি ঘোষণার আগে প্রথমবারের মত আমরা সব stake holder-দের সাথে আলোচনা করছি । সকলের বুদ্ধি পরামর্শ নিয়েই আমরা একটি প্রাজ্ঞ, প্রবৃদ্ধি সহায়ক মুদ্রানীতি ঘোষণা করতে পারবো বলে আশা করছি ।

- পরিশেষে, দেশে একটি **উদ্যোক্তা সংস্কৃতি সৃষ্টি তথা মানব পুঁজি গঠনে** এ মেলা বিশেষ ভূমিকা পালন করবে এ কামনা করছি এবং জাতীয় প্রবৃদ্ধি প্রক্রিয়ায় এসএমই এর মতো স্বল্প ব্যবহৃত অথচ সম্ভাবনাময় ক্ষেত্রসমূহের উন্নয়ন ও বিকাশে বাংলাদেশ ব্যাংকের পক্ষ হতে সম্ভাব্য সকল পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে- এ নিশ্চয়তা দিচ্ছি ।

সবাইকে নিরন্তর শুভেচ্ছা ।